Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 01:07 min.
ID: IDI_AMR205_HH_R_ 23 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	30	Class-V	HDM	6,000 BDT	1.5 Years-Female	70 Years-Female	Tribe (Barmon)	Total= 5; Child-1, Husband,Wife, Mother, Son

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম। দাদা, আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা মহাখালী আইসিডিডিআর,বি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি। সেটা হচ্ছে মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত গবাদি পশু বা পাখি আছে, সেগুলা যখন অসুস্থ হয়; তখন আপনারা কি করেন? এবং এগুলার পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্য আপনারা কোথায় যান? আর এ সমস্ত গবাদি পশু এবং মানুষ অসুস্থ হলে, সেগুলার জন্য কোন এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা? কিনলে এন্টিবায়োটিক গুলা কিভাবে আপনারা ব্যবহার করেন? মানে, এগুলা এ বিষয়গুলি আমরা একটু জানতে চাই। তো গবেষনা থেকে সে সমস্ত জিনিষ আমরা সংগ্রহ করবো বা তথ্য পাব; সেগুলো আমরা ভবিষ্যতে জনসাধারনকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এন্টিবায়োটিক এর যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। তো প্রথমেই তো দাদাকে আমি জিনিষগুলো খুলে বলছিলাম যে, মানি আপনার থেকে যে তথ্য পাব; এ গুলা সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকবে এবং আমরা কলেরা হাসপাতালে এগুলা সংরক্ষন করবো এবং মানুষের এবং গবাদি পশুর উন্নয়নের জন্য এটা কাজ করা হবে। তো আপনি আমাদেরকে সম্মতি দিছেন এবং স্বাক্ষর করছেন। তো দাদা, আমরা শুরু করবো আলোচনা?

উত্তরদাতা: হা বলেন।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ধন্যবাদ। তো কেমন আছেন দাদা?

উত্তরদাতা: ভাল।

প্রশ্নর্কতা: ভাল আছেন। তো দাদা আপনি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা: আমি কৃষি কাজ করি। এমনি কি রিকশা ও চালাই। আবার ইটের ভাটায় ও কাজ করি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনার নামটা কি দাদা?

উত্তরদাতা: আমার নাম ----------।

প্রশ্নর্কতা: তো তাইলে আপনি বলতেছেন রিকশা ও চালান বা অন্যান্য পেশা? মানে কোন একটা সু-নিদিষ্ট কাজ করেন? নাকি যখন যেটা আপনার সুবিধা হয়।

উত্তরদাতা: হা। যখন যেটা সুবিধা হয়।

প্রশ্নর্কতা: সেটাই করেন। আচ্ছা। আচ্ছা। তো আপনি হচ্ছেন এই পরিবারের কর্তা?

উত্তরদাতা: বর্তমানে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: বর্তমানে। তো আপনার পরিবারে কারা কারা আছে?

উত্তরদাতা: আমার মা আছে। আমি আছি। আমার ছেলে আছে। আমার মেয়ে আছে। আমার স্ত্রী আছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বয়স কত?

উত্তরদাতা: আমার বয়স ২৮-৩০ বছর হবে।

প্রশ্নর্কতা: আমরা কত ধরবো দাদা ২৮ না ৩০ ধরবো দাদা? ৩০

উত্তরদাতা: এখন একটা ধরলেই হয়।

প্রশ্নর্কতা: ন কত? যদি একটা বলেন?

উত্তরদাতা: এখন ধরেন আপনার আইডি কার্ড এর মধ্যে মনে হয় একটু বয়সটা বেশি বাড়াইয়া দিছি; হেই হিসাবে মনে হয় ৩০ এর উপরে গেছে গা। আর যে আইডিয়া আছে একটা ৩০ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার স্ত্রীর?

উত্তরদাতা: উনার বয়স হইলো ২৫।

প্রশ্নর্কতা: আপনার মায়ের বয়স কত হবে ভাই?

উত্তরদাতা: আমার মায়ের বয়স প্রায় ৬০।

প্রশ্নর্কতা: ৬০ বছর। না। আর একটু বেশি হবে?

উত্তরদাতা: যাই হোক, সরকারিভাবে কোন ইয়ে পাই নাই আরকি।

প্রশ্নর্কতা: মানে এমনি আপনি তো সন্তান। আপনি ভাল বলতে পারবেন? কত বছর হবে? ৬০ এর বেশি হবে; নাকি ৬০ হবে।

উত্তরদাতা: ঐ ৬০। ৬০ হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার দুই বাচ্চার বয়স কত? ছোটজনের কত?

উত্তরদাতা: ছোটজনের দেড় বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর একজনের?

উত্তরদাতা: আর বড় জনের ছয় বছর।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো মানে সবাই বাড়িতে থাকেন একসাথে বর্তমানে। আর অন্য কোন মেহমান বা কেউ কি বেড়াতে আসে বাড়িতে?

উত্তরদাতা: হে আসে।

প্রশ্নর্কতা: কারা আসে?

উত্তরদাতা: মেহমানের মধ্যে আমার ভাই ও আসে। ভাই উনারা বাইরে থাকে আরকি। গামেন্টেস এ চাকুরি করে। মাঝে মধ্যে আসে। মামা আসে। হয়ত আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে দুই একজন লোক আসে। আমার খালার বাড়ি থেকে দুই একজন আসে একটু।

প্রশ্নর্কতা: উনারা কি প্রায় সময় আসে; নাকি মাঝে মধ্যে আসে?

উত্তরদাতা: না। না। মাঝে মধ্যে আসে।

প্রশ্নর্কতা: থাকে আসলে; নাকি চলে যায়?

উত্তরদাতা: ঐ একদিন এক রাত থাকে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনার বাসায় গবাদি পশু কি কি আছে? মানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী কি কি আছে?

উত্তরদাতা: গরু আছে তিনটা আর মুরগী আছে তিনটা।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে গবাদি পশুগুলা এ গুলাকে কে দেখাশুনা করে?

উত্তরদাতা: আমি ও করি। আমার মা ও করে। আমার স্ত্রী ও করে।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কে করে?

উত্তরদাতা: আ, সবাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এমনে একটা ইয়া আছে না? ধরেন আপনি তো কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন।

উত্তরদাতা: আমার স্ত্রী দেখে। মা দেখে।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার আয় কত দাদা? মানে মাসে আয় কত?

উত্তরদাতা: মাসে আয় আর কত। আয়ের কথা কইলে তো রাত ও নাই, দিন ও নাই।

প্রশ্নর্কতা: না। একটা যদি বলেন। আজকে তো অনেক বছর ধরে সংসার চালাচ্ছেন। প্রতি মাসে আপনি যখন যেই কাজই করেন; যদি এভারেজে আমরা যদি কত টাকা আপনার আয়? দৈনিক যদি আমরা হিসাব করি। দিনে-

উত্তরদাতা: বসা থাকি। দিনে ধরবার গেলে, ২০০ টাকা করে কত হয়? ৬০০০ হাজার টাকা।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে মাসে কত হাজার হয়?

উত্তরদাতা: মাসেই তো হয় ৬০০০ হাজার টাকা হয়।

প্রশ্নর্কতা: ৬০০০ হাজার টাকা আয় হয়। দিনে ২০০ টাকা আয় হয়।

উত্তরদাতা: আর এই যে বাড়ি এটা কি আপনার নিজের বাড়ি; না ভাড়া।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি উপরে টিন?

উত্তরদাতা: হা। উপরে টিন।

প্রশ্নর্কতা: আর চারেদিকে মাটি?

উত্তরদাতা: চারেদিকে মাটি।

প্রশ্নর্কতা: নিচে?

উত্তরদাতা: নিচে মাটি।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে এটা কি বলেন আপনারা? মাটির ঘর বলেন? নাকি কি বলেন আপনারা?

উত্তরদাতা: কই মাটির ঘর। কোটার ঘর কই আরকি।

(৫ মিনিট ০৪ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: তই এইখানে কোন-তিনটা ঘর দেখতে পারতেছি আমরা। কোনটা ভাড়া দিছেন?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: ভাড়া দেন নাই। আর ঘরের মধ্যে কি আছে আপনার? ফ্রিজ আছে?

উত্তরদাতা: ফ্রিজ নাই।

প্রশ্নর্কতা: কি কি আছে?

উত্তরদাতা: একটা টেলিভিশন আছে। আর কি সাইড লাইন চালাই।

প্রশ্নর্কতা: হে একটা টেলিভিশন আর?

উত্তরদাতা: আর ফ্যান ও চালাই না। সৌর বিদ্যুৎ আছে। সৌর বিদ্যুৎ এ একটা ফ্যান চালাই।

প্রশ্নর্কতা: আর শোকেজ আলমারি?

উত্তরদাতা: শোকেজ আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে দাদা?

উত্তরদাতা: টেবিল আছে। চেয়ার আছে। আর একটা খাট আছে। খাট না চৈকি বললে চলে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এ গুলা আছে। আচ্ছা। পরিবারের সবাই কি সুস্থ আছে এখন?

উত্তরদাতা: সুস্থ আছে; আবার ধরেন মেয়ের একটু জ্বর। আমার একটু হালকা শরীর দূর্বল আরকি।

প্রশ্নর্কতা: দূর্বল মানি আপনি এই যে বলতেছিলেন আমাকে কিছুক্ষন আগে সডা:১৬ থেকে কয়েকবার টয়লেটে গেছেন। আপনার কি পেটের কোন সমস্যা হচ্ছে? মানে পাতলা পায়খানা?

উত্তরদাতা: পেটের সমস্যা এর আগে হয় নাই। এর আগে কয়েকদিন পেটে কামড় দিত। হয়ত আমাশার ভাব ছিল। এখন আজকে রাত্রে থেকেই-

প্রশ্নর্কতা: মানে পাতলা পায়খানা হচেছ?

উত্তরদাতা: পাতলা পায়খানা শেষ রাত্রে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: কয়বার গেছেন?

উত্তরদাতা: দুইবার গেছি। দুইবার গেছি।

প্রশ্নর্কতা: আর মেয়ের জ্বর কেমন?

উত্তরদাতা: জ্বর এই গরম থ্যাইকা জ্বর। গরম থ্যাইকা জ্বর।

প্রশ্নর্কতা: মানে কবে থেকে জ্বর সেটা?

উত্তরদাতা: এই ডা:১৬কে জ্বর। ডা:১৬কে সন্ধ্যা থ্যাইকা। দিনে রোদ গেছে তো।

প্রশ্নর্কতা: বাপ মেয়ে দুইজনই অসুস্থ হয়ে গেছেন। আচ্ছা। আমরা দোয়া করি। তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে যান। তো এখন যেটা আলোচনা করতেছিলাম তো যখন দাদা আপনারা কেউ অসুস্থ হন। এই যে বাচ্চা অসুস্থ আপনার। আপনার মেয়ে দেড় বছরের অসুস্থ। আপনি অসুস্থ। তো আপনাদের দেখাশুনাটা কে করে।

উত্তরদাতা: দেখাশুনা এখানে গ্রামিন ডাক্তার আছে। যাই হোক। এর থ্যাইকা ঔষধ আইনা খাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কারা তারা? কয় একজন ডাক্তারের নাম যদি একটু বলেন?

উত্তরদাতা: ডাক্তার আছে আমার ছোট বোন আছে ডা:২। আমার চাচা আছে ডা:১৬ ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: উনাকে কি বলে? ডা:১৬ ডাক্তার এর আর একটা নাম আছে তো।

উত্তরদাতা: উনার নাম ডা:১৬

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: ডা:২।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২ কি ডা:১৬ এর কেউ হয়?

উত্তরদাতা: মেয়ে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আর কেউ কি আছেন এইখানে?

উত্তরদাতা: এখানে অন্যান্য ডাক্তার আছে। উনার কাছে যান না আরকি। ঐ বড় অসুখ বিসুখ হইলে হয়ত হসপিটাল এ যাইতে হয় বা প্রাইভেট ক্লিনিক এ যায়ে কিছু পরীক্ষা কইরা ঔষধ খাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তাহলে আমাকে যেটা বললেন আপনারা এখন আপনার গত রাত থেকে ডায়রিয়ার মত হইছে। তো দুইবার সকাল থেকে আপনার পাতলা পায়খানা হইছে এবং আপনার মেয়ের ও গতকাল থেকে জ্বর। যে ছোট মেয়ে দেড় বছর বয়স। এই দুইজন অসুস্থ। আর কেউ কি অসুস্থ আছে? আপনার মা?

উত্তরদাতা: মা অসুস্থ হয়তো মাঝে মধ্যে খারাপ হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। যদি কেউ এ রকম অসুস্থ হয়ে যায় দাদা মানে। এখন তো আপনার অসুস্থ। অসুস্থ হলে আপনার কোথায় যান? মানে বটতলা এবং এটাকে কি বলে? কি মার্কেট এটা?

উত্তরদাতা: চানু মার্কেট।

প্রশ্নর্কতা: এই যে ডা:২, ডাক্তার ডা:১৬ বললেন এদের কাছে কি বেশি যান; নাকি অন্য কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতা: এদের কাছেই সাধারন চিকিৎসার জন্য যাই। আর বড় ধরনের চিকিৎসা হইলে মির্জাপুরে বা কালিয়াকৈর এ যেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো সাধারন অসুখ বলতে কি বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: এই ডায়রিয়া, জ্বর।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: যেমন-গ্যাসটিক এ সমস্ত রোগের ঔষধ খাইতে হয় আরকি। এগুলা খাইলে যেমন জ্বরটা যাই। এইতো।

প্রশ্নর্কতা: আর বড় ধরনের অসুখ বলতে?

উত্তরদাতা: বড় ধরনের অসুখ বলতে হইলে কিছু যদি পরীক্ষা করার দরকার হয় তাইলে মির্জাপুরে বা কালিয়াকৈর যাইতে হয়। (পার্শ্বস্থ বসে থাকা উত্তরদাতার মাতা তক্তারচালা থেকে ঔষধ আনার কথা উল্লেখ করেন)

প্রশ্নর্কতা: তো মির্জাপুরে বা কালিয়াকৈর এখানে কোন জায়গায় যান? মানে কোন হাসপাতাল এইটা?

উত্তরদাতা: এইটাতো কোন নিদিষ্ট নাই। প্রাইভেট ক্লিনিক এ যাইতে হয়। যখন যেইটাই সুবিধা পড়ে।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কোন জায়গায় যান দাদা?

উত্তরদাতা: মির্জাপুরে।

প্রশ্নর্কতা: মির্জাপুরে কোন হাসপাতালে এইটা ?

উত্তরদাতা: মির্জাপুরে .....হাসপাতালে। ঐ মির্জাপুর জেনারেল। (পাশ্ববর্তী স্থান হতে উত্তরদাতা মা হাসপাতালের নাম স্বরন করিয়ে দিয়েছে)।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সরকারি? নাকি বেসরকারি?

উত্তরদাতা: বেসরকারি।

প্রশ্নর্কতা: তো এখানে অনেক খরচ হয় না দাদা ?

উত্তরদাতা: হে অনেক খরচ তো হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনি গরিব মানুষ যেটা বললেন যে দিনে ২০০ টাকা করে হলে ৬০০০ টাকা হয়। ৬০০০ টাকা দিয়ে ওখানে ট্রিটমেন্ট করা একটু কষ্ট হয় না দাদা?

উত্তরদাতা: কষ্টতো হয়।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে কেন সেখানে যান?

উত্তরদাতা: এখন না গিয়েতো উপায় পাই না।

প্রশ্নর্কতা: সেখানে না গিয়ে অন্য কোন জায়গায় বা সরকারি যেখানে টাকা একটু কম খরচ এরকম।

উত্তরদাতা: সরকারি হসপিটালে তো তেমন ইয়ে পাওয়া যায় না। সিট পাওয়া যায় না। আর এলাকায় সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। এগুলায় গেলে সাধারন ঔষধ দেয় আরকি।

(১০ মিনিট ০৪ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: তো অন্যান্য যে সরকারি হাসপাতাল আছে যেমন মির্জাপুর বা কালিয়াকৈর বললেন, ওখানে যান না ?

উত্তরদাতা: ঐখানে যাই না আর কি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। কেন যান না? দাদা এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম?

উত্তরদাতা: যাই না দূর হয়ে যায় বা সময়ের ইয়ে লাগে। প্রাইভেট ক্লিনিক গেলে আরকি কোন ইয়ে লাগে না। সিরিয়াল লাগে না। সময় লাগে না। যে কেউ সময় গেলে পাওয়া যায়। আর সরকারি হসপিটাল গুলোয় গেলে হয়ত দেরি হয়। সিরিয়াল দিতে হয়। ডাক্তার নাই ডাক্তার আসবো। এরকম সমস্যার জন্য যাই না আরকি।

প্রশ্নর্কতা: কিন্ত খরচ তো প্রাইভেটে বেশি ?

উত্তরদাতা: হা। প্রাইভেটে বেশি হয়। দেখা গেছে যে বছরে একবার হয়ত দরকার পড়লে যাই। দরকার না পড়লে যাই না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আপনারা সাধারনত: কোন জায়গায় যান বললেন ?

উত্তরদাতা: গাইরাবেতিল চানু মার্কেট এবং প্রাইভেট ক্লিনিক। সরি। কমিউনিটি ক্লিনিক আছে।

প্রশ্নর্কতা: কমিউনিটি ক্লিনিক তো আমি যতটুক জানি এটা কি সরকারি? তো কোনটায় বেশি যান দাদা? কমিউনিটি ক্লিনিক এ যান? নাকি এই যে চানু মার্কেটে যান?

উত্তরদাতা: দেখা গেছে কমিউনিটি ক্লিনিক খোলা থাকলে যাই। সব সময় তো আর খোলা থাকে না। উনারা হইছে নয়টা থেকে ১২টা পযন্ত ১২:৩০ পযন্ত থাকে। তারপরে যদি অসুখ হয় তাহলে ফার্মেসী অথবা গ্রামিন ডাক্তার এগুলার কাছে যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো যাদের কাছে যান ডা:২, ডা:১৬ তো উনারা কি কোন ইয়ে লিখিত কোন ব্যবস্থাপত্র আপনাদেরকে দেয়; নাকি মুখে বলে দেয় ?

উত্তরদাতা: মুখে বলে। ধরেন আমার দাদায় ছিল ডাক্তার। গ্রামীন ডাক্তারই ছিল। তবে, আগে থেকেই। উনার ছেলে ও ডা:১৬ ডাক্তার। উনি ও মোটামুটি ভালই। লিখিতভাবে নাই। যতটুকু সম্ভব হয় চিকিৎসা করে। ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কি লিখিতভাবে দেয় ? নাকি মৌখিকভাবে দেয়?

উত্তরদাতা: মৌখিকভাবে দেয়। এমনকি ঔষধ না থাকলে লিখিতভাবে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর ঔষধ যেটা দেয়, মানে ঐটা বলে দেয় কিভাবে খাইতে হবে? দিনে কয়টা? কিভাবে?

উত্তরদাতা: হে, বলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: বলে দেয়? এটা কি মনে রাখতে কষ্ট হয়? নাকি লিখে দিলে ভাল হয়?

উত্তরদাতা: এরা কষ্ট হইলে ও হয়ত লিখে দেয় বা চিহ্ন কইরা দেয়। তিনবেলা খাইলে তিন দাগ দিয়া দেয় বা

প্রশ্নর্কতা: মানে কোথায় দাগটা দিয়া দেয়?

উত্তরদাতা: মানে ঔষধের ফাইলের মধ্যেই কাইটা দেয় আরকি। দাগ কেটে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কি দিয়ে দেয়? কলম দিয়ে?

উত্তরদাতা: কলম দিয়া দেয় বা যে গুলা ক্যাপসুলের ইয়ে থাকে ওগুলার মধ্যে কেচি দিয়া কাইটা দেয় এইতো।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই জিনিষটা আমি জানতাম না। একটা নতুন জিনিষ জানলাম। তো মানে এটা একটা চিহ্ন।

উত্তরদাতা: হে এটা একটা চিহ্ন (উত্তরদাতার স্ত্রী-কত মূখ্য মানুষ আছে না; বুঝে না তো)। সবাইতো আর বুঝে না। অনেকগুলা ঔষধ থাকলে এগুলা মনে থাকে না। যেমন মনে না থাকার কারনে উনারা প্যাকটিক্যালি দেইখা দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে ঔষধ যখন কিনতে বলে বা ঔষধের প্রয়োজন হয়। তো ঔষধ কিনার জন্য আপনারা কার সাথে যান? আপনি নিজে যান? নাকি আপনি কাউকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা: আমি নিজে ও যাই অথবা যদি কালিয়াকৈর, মির্জাপুর এর ঔষধের দরকার পড়ে হয়ত সাথে কাউকে সাথে নিয়া যায়। ঐ ডাক্তার উনাদের ও নিয়া যাই।

প্রশ্নর্কতা: শুধু ঔষধ না। আসলে তো যাওয়াতো হয় চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসার জন্য গেলে আসার পথে হয়ত ঔষধ। হা সেইটা। কিন্তু চিকিৎসার জন্য আপনি নিজে যান? ধরেন আপনার মা বা বাচ্চা বা ভাবী অসুস্থ হল। সে ক্ষেত্রে আর কার সাথে যায়?

উত্তরদাতা: আমি যাই বা আমার মা-র দরকার হলে মা ও যায়।

প্রশ্নর্কতা: একা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: না একা যেতে পারে না।

প্রশ্নর্কতা: কার সাথে যায়?

উত্তরদাতা: এই ডা:২ র সাথে যায় বা অন্যান্য ডাক্তারের সাথে যদি ইয়ে থাকে পরিচিত থাকে সাথে নিয়ে যায়। সাথে যায় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো বেশিরভাগ সময় আপনারা বললেন যে ছোটখাট বললেন যে সাধারন ঔষধের জন্য এখানে যায়। যে আপনার বাসার কাছে যে চানু মার্কেট বা বটতলাতে যে দোকানগুলা আছে যেটা ডা:২ এবং ডা:১৬ ঐখানে ইয়ে করার জন্য। এখন বড় ধরনের কোন সমস্যা হইলৈ কালিয়াকৈর বা মির্জাপুরে যান। এই যে সিদ্ধান্তটা যে নেন দাদা; মানে সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্তটা আমরা নিজেরা ও নেই বা ডাক্তাররা ও দিয়া দেয় সিদ্ধান্ত। তারা সাথে নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। মানে এই ডাক্তাররা দেয়? ডাক্তাররা কেন সাথে নিয়ে যায়? ডাক্তার বলতে ডা:২, ডা:১৬ যাদের বললেন।

উত্তরদাতা: এনারা আমার নিজের লোক আরকি। আপন চাচা। আপন বোন। এইতো। সেই হিসাবে নিয়ে যায়।

(১৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: সাথে করে নিয়ে যায় ? তো এইটাতো আপনি অনেক সৌভাগ্যবান আসলে। তো এইটাতো একটা বুকে সাহস ও আসে। তো আসলে এই সুযোগ সকলে পায় না। যাক আপনি ভাগ্যবান।

উত্তরদাতা: হে।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচেছ যে, ঔষধের দোকানে বা ঔষধের মালিক। মানে ধরেন আপনাকে কিছু ঔষধ দিল ডা:১৬, ডা:২ বা অন্য কোন ডাক্তার, ঔষধ যে কিনবেন মানে কয়টা কিনবেন বা কতগুলি কিনতে হবে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্তটা নিজের উপরে। হয়ত দেখা গেল যে আমার অসুখের সংখ্যা বেশি। তাহলে বেশি। উনারা বলে যে, কোর্স পুরাটা খাইলে সুস্থ হবে। আর কম খাইলে যেমন অল্প দিনে হইতে পারে। এই এক সিদ্ধান্ত। পরে ঐ টাকা বুইজা আমরা ঔষধ আনি আরকি।

প্রশ্নর্কতা: তো বেশিরভাগ সময়ই কি আপনি পুরা ঔষধই আনার চেষ্টা করেন? নাকি অল্প করে নেন; আবার শেষ হলে?

উত্তরদাতা: অল্প করেই আনি। পরে টাকা থাকলে আবার বেশি করে ও আনি।

প্রশ্নর্কতা: বেশি করে আনেন। তো অল্প করে ধরেন একবার আনলেন। আনার পরে ধরেন যখন ঔষধ শেষ হয়ে গেল; তখন কি আবার কিনেন ঔষধ?

উত্তরদাতা: হে দরকার হলে কিনি। আর দরকার না হলে কিনি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কখন মনে করেন যে দরকার নাই আর ?

উত্তরদাতা: দেখা গেছে যে শরীরটা সুস্থ। তখন আর কিনি না। আর দেখা গেছে যে সুস্থ না। তখন আবার আনতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এমনি সাধারনত ধরেন যদি সাত দিনের ঔষধ দেয়; আপনি কয় দিনের জন্য কিনেন?

উত্তরদাতা: সাত দিনের ঔষধ দিলে তিন দিনের কিনি অথবা যদি না সারে আর ও চার দিনের আনি।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি তিন দিনে সেরে যায় তাহলে---

উত্তরদাতা: তিন দিনে সেরে গেলে আর আনি না।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কি আনেন; না আনেন না ?

উত্তরদাতা: আনি না। সেরে গেলে আনি না। প্রয়োজন মনে করি না। পরে আনি আরকি। আর্থিক সমস্যা এ জন্য।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে কোন ঔষধের যদি দরকার হয় ইমারজেন্সি। ধরেন একটা ঔষধ এখন লাগতেছে তাইলে আপনি বেশিরভাগ সময় কোন জায়গাটাতে যান ?

উত্তরদাতা: এই চানু মার্কেট।

প্রশ্নর্কতা: কার দোকানে যান ? এখানে কয়টা দোকান আছে ?

উত্তরদাতা: এখানে দোকান আছে বর্তমানে তিনটা।

প্রশ্নর্কতা: কার কার ?

উত্তরদাতা: চানু মার্কেটে দোকান আছে তিনটা। আর বটতলায় আছে একটা। চারটা। চারটার মধ্যে এই ডা:২ ডাক্তারের কাছে বেশি যাই। এর চেয়ে বেশি কোন পরামর্শ লাগলে পরে ডা:১৬ কাছে যাই। দেখা গেছে এদের কাছে পাওয়া না গেলে, তা হলে অন্যান্য ডাক্তারের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। দাদা আমি এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক ঔষধের নাম শুনছেন না ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ শুনছি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক। এই এন্টিবায়োটিক যদি কিনতে হয়, তাহলে কোথায় যান দাদা ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কিনতে হলে ঐ বাঁশতৈল অথবা তক্তারচালা যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কেন যাইতে হয় ঐখানে ?

উত্তরদাতা: এখানে ধরেন সাধারন ডাক্তার উনারা চালান কম। সব সময় ঔষধ রাখতে পারে না। এর কারনে যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: এই যে যাইতে হবে এই সিদ্ধান্তটা কেন নেন ? আপনি নিজে নিজে নেন? কারো সাথে পরামর্শ করে নেন?

উত্তরদাতা: ঐ এই জায়গায় না থাকলে ডাক্তারা ও বলে বা নিজের ও যাইতে হয়। বইল্যা দেয়। পরে যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে ঐ যে দোকান গুলোতে যান ? যেমন-বাঁশতৈল বা তক্তারচালায় যান। ঐখানে কার কার দোকানে যান? কাদের দোকান বলে?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল আছে ডা:১,ডা:৬,ডা:১২। তক্তারচালায় আছে উনাদের নাম হয়ত আমি জানি না। যাই হোক এমনি গেলে হয়ত প্রেসক্রিপশন দিয়া দিলে বা নিয়া গেলে উনারা দিয়া দেয়। হেরা এই গ্রাম্য ডাক্তাররা লেইখ্যা দিলে হেরা বুঝে। পরে উনারাই দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে এই সব ডাক্তারের কাছে যান। এগুলার কাছে গেলে আসলে সুবিধাটা কি ?

উত্তরদাতা: সুবিধা যাতায়ত সুবিধা আর এই নিজেরা ডাকলে ও পাওয়া যায়। এইতো।

প্রশ্নর্কতা: আর খরচ কেমন দাদা ?

উত্তরদাতা: খরচ। হের অবস্থা বুইঝা খরচ।

প্রশ্নর্কতা: মানে খরচ কি মানে অন্য কোন পাশ করা ডাক্তারের কাছে গেলে যে রকম খরচ; অথবা গ্রাম্য ডাক্তারের যে আপনার এখানে চারটা দোকান আছে বললেন ডা:২, ডা:১৬ এদের কাছে গেলে কি খরচটা বেশি না কম। নাকি ওদের কাছে গেলে খরচ বেশি না কম ?

উত্তরদাতা: ঐ পাশ করা ডাক্তারের কাছে গেলে বেশি। উনাদের ভিজিট দিতে হয় বা প্রাইভেট ক্লিনিক এ বসে। এ জন্য যাতায়তের আর ও যানবাহন ভাড়া বা এগুলার ইয়ে বেশি হয়।

প্রশ্নর্কতা: হা অনেকগুলা টাকা যায় ?

উত্তরদাতা: অনেকগুলা টাকা যায়।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে পরিবারের কে সর্বশেষ মানে ডাক্তারের কাছে গেছিলেন ঔষধ আনার জন্য ? আপনি তো এখন অসুস্থ। এর আগে যখন অসুস্থ হইছিলেন বা অসুস্থ গতকাল রাত থেকে হওয়ার পরে আপনার যে পাতলা পায়খানা হচেছ। প্লাস বাচ্চার যে জ্বর। এর জন্য কোন ঔষধ আনছেন দাদা ?

উত্তরদাতা: আনছি।

(২০ মিনিট ০৪ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কবে আনছেন এটা ?

উত্তরদাতা: এই গত রাতেই আনছি আরকি ।

প্রশ্নর্কতা: কি কি আনছেন ঔষধ ?

উত্তরদাতা: সিরাপ। এই জ্বরের সিরাপ।

প্রশ্নর্কতা: জ্বরের সিরাপ বাচ্চার জন্য ?

উত্তরদাতা: বাচ্চার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি ? ঔষধ এটার নাম কি ?

উত্তরদাতা: পেনিল। কুমুদিনি কোম্পানী। অন্যান্য ইয়ে তো যেমন নাপা আছে। নাপা না থাকার কারনে পরে পেনিল আনছি। জ্বরের ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা কোন এন্টিবায়োটিক ঔষধ কি দিছে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি নরমাল ঔষধ; নাকি এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: এটা আমি সঠিক বলতে পারলাম না। এন্টিবায়োটিক কিনা?

প্রশ্নর্কতা: এমনি কি মনে হয়? দাম কেমন?

উত্তরদাতা: দাম নরমাল। অল্প।

প্রশ্নর্কতা: আপনার কি মনে হয় ? এটি কি এন্টিবায়োটিক; নাকি নরমাল ?

উত্তরদাতা: নরমালই মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কেন নরমাল মনে হয় দাদা ?

উত্তরদাতা: নরমাল মনে হয় দাম কম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনারা অনেকগুলি জিনিষ জানেন দাদা। অনেক অভিজ্ঞতা আপনার। এই যে একটা পরিবার চালাচ্ছেন। তো আপনার জন্য কিছু কি আনছেন দাদা ?

উত্তরদাতা: আমার জন্য শুধু ওর স্যালাইন খাইছি। এতে আমার বন্ধ হইছে। ওর স্যালাইন খাওয়ার পর কোন বেগ আসে নাই।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে মানে আপনার বাসার কাছে দোকানগুলো আছে। এই যে আপনার চানু মার্কেট এবং বটতলা এইখানের মধ্যে। তো এইখানে যে ঔষধগুলো পান; এগুলা কি এখানে নরমাল ঔষধ, নাকি এন্টিবায়োটিক পান এখানে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ও পাওয়া যায়। নরমাল ও আছে।

প্রশ্নর্কতা: কোনটা বেশি আছে ?

উত্তরদাতা: সমান সমানই।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনি যে একটু আগে বলতেছিলেন, এন্টিবায়োটিক আনার জন্য আপনাকে তক্তারচালা অথবা ইয়েতে যেতে হয়। বাঁশতৈল যেতে হয়।

উত্তরদাতা: যে গুলা না থাকে সেগুরা আনতে হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে পরিমান এখানে কম না বেশি ? এন্টিবায়োটিক এখানে আছে?

উত্তরদাতা: কম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা এখন দাদা যেটা জানতে চাই এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। আমরা সাধারনত এমনে অনেক শুনি যে এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ? এন্টিবায়োটিকটা আসলে কি? এটা বলতে যদি আমরা কেউ বুঝার চেষ্টা করি আসলে এন্টিবায়োটিক জিনিষটা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক জিনিষটা বলতে আসলে বুঝি না।

প্রশ্নর্কতা: তবু একটা অভিজ্ঞতা আপনার ধারনা থেকে একটা?

উত্তরদাতা: ধারনা কি। ধারনা হয়তো এ গুলি খাইলে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। সে জন্য এন্টিবায়োটিক দেয় মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ধরেন আমরা শুনি না যে পাওয়ারের ঔষধ। যে ঔষধ আপনি একটু আগে বললেন সাধারন ঔষধ; আর একটা হইতেছে এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা মনে হয় একটু পাওয়ার বেশি।

প্রশ্নর্কতা: এই এন্টিবায়োটিকটা আসলে কি কাজ করে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা একটু কাজ বেশি করে মনে হয়। সাধারন ঔষধের চেয়ে একটু ক্ষমতাসীন বেশি মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: ও শরীরে ডুকার পর। ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক খাইলেন। আপনার পাতলা পায়খানা এখন চলতেছে। আপনাকে ডাক্তার একটা এন্টিবায়োটিক দিল। এটা খাওয়ার পরে শরীরে গিয়ে কি কাজ করে ?

উত্তরদাতা: শরীরে হয়তো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে কাজ করে ? মানে শরীরে যে অসুখটা হইছে; কি কারনে হয় ? তো এখন এন্টিবায়োটিক দিল ডাক্তার। খাওয়ার পরে যেই রোগটা আপনার হইলো সেই রোগটার মধ্যে এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে ভাল হওয়ার জন্য ?

উত্তরদাতা: ওতটা বুঝি না। যাই হোক।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ার পর ঐটা কি কাজ করে শরীরে যায়ে ?

উত্তরদাতা: হয়ত শরীরে দূর্বলতা থাকলে মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: অসুখ তো যে কোন কারনে হয় ?

উত্তরদাতা: অসুখ যে কোন কারনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আমরা যদি বলি জীবানু ?

উত্তরদাতা: জীবানু থেকে ও হয়।

প্রশ্নর্কতা: হয়। তাইলে এন্টিবায়োটিকটা শরীরে ডুকে কি কাজ করে ?

উত্তরদাতা: কাজ করার মধ্যে মনে হয় একটু শরীরে পুষ্টি যোগায়। আর জীবানু থাকলে ওগুলা মনে হয় নষ্ট করে ফেলে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এইতো ভাল বলছেন। জীবানু তাহলে একটা জিনিষ জানলাম। তা হলে জীবানুকে নষ্ট করে ফেলে এন্টিবায়োটিক। আর কিছু কি করে ?

উত্তরদাতা: আর কিছু করে কিনা বলতে পারমু না। হয়ত না করলে কি আর এন্টিবায়োটিক বানায় ? অন্যান্য কাজ করে দেইখাই এন্টিবায়োটিক তৈরী করে।

প্রশ্নর্কতা: আচছা। এন্টিবায়োটিক সাধারনত কয় দিনের জন্য দেয় ?

উত্তরদাতা: দেয় ৩ দিন বা ৭ দিন এ রকম দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে দিনে কয়টা করে খাইতে হয় ?

উত্তরদাতা: দিনে ২টা খেতে হয় মনে হয়। আমিতো সব সময় আনি না। সাধারন ঔষধই আনি।

প্রশ্নর্কতা: এটার কি কোন টাইম আছে ? কত ঘন্টা পরে খাইতে হবে বা কি?

উত্তরদাতা: টাইমতো থাকেই। একেকটা ঔষধের একেকটা ধারা। কতটা দেখা গেছে দিনে ১টা, কতটা দিনে ২টা। আবার কিছু কিছু ঔষধ আছে দিনে তিন বেলা ও খাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে তিন বেলা, দুই বেলা বা এক বেলা করে খাইতে হয়। এটা যদি কেউ নিয়মিত খাই সে তো খাইলোই। আর কেউ যদি ঠিকমত এটা না খায় দাদা, তা হলে কোন সমস্যা হতে পারে দাদা ?

(২৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: সমস্যা হতে পারে। দেখা গেছে যে একজনের অল্পতেই রোগ সেরে যায়। সে আর খাওয়ার মনে করে না। আর যার দেখা যায় যে, বড় ধরনের অসুখ থাকে; এনারা নিয়মিত খায়।

প্রশ্নর্কতা: নিয়মিত খায়। কেউ ধরেন অল্প খায়ে ভাল হয়ে গেল। সে আর খাইলো না। তার কি কোন সমস্যা হতে পারে দাদা ?

উত্তরদাতা: সমস্যা হয় না বা পরবতীতে হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম সমস্যা হতে পারে ? কয়েকটা সমস্যা যদি বলেন।

উত্তরদাতা: দেখা গেছে এখন ব্যথার জন্য খায় বা ব্যথা সেরে গেলে খায় না। আবার দেখা গেল যে, কাজ কর্ম করলো। আবার একমাস বা দুইমাস পরে একটু দেখা দিল। তাইলে ঐ জিনিষটা ক্ষতি করে।

প্রশ্নর্কতা: একটু দেখা দিল মানে হচেছ যে রোগটা ?

উত্তরদাতা: রোগটা আবার দেখা দিল বা পুরাটা খাইলে রোগটা মনে হয় আর দেখা দিবে না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এই জিনিষটা কি আপনারা মেনে চলেন ?

উত্তরদাতা: মেনে চলি। কিন্তু মানার মত কাজ করি না।

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা । যেমন-একটু আগে বলতেছিলেন মানে ভাল হয়ে গেলে তখন আর খাই না।

উত্তরদাতা: খাই না। ঐ যে এই তো মানি না।

প্রশ্নর্কতা: এটি কেন মানতে পারেন না ? মানে বুঝেনতো ঠিকই বুঝেন। ভালই ।

উত্তরদাতা: মানতে পানি না। আর্থিক সমস্যা আছে। সে জন্য মানি না বা শরীর একটু ভাল হইলো; দেখা গেছে যে আমার শরীর ভাল এখন। আমার খাবার ইয়ে মনে করি না।

প্রশ্নর্কতা: মনে হয় যে আর খাওয়ার কি দরকার।

উত্তরদাতা: বা ঔষধ বেশি খাইলে ও ক্ষতি হয় এইটা ও জানি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আবার কম খাইলে ও চলে না।

প্রশ্নর্কতা: বেশি খাইলে যে ক্ষতি হয় বললেন দাদা, কি ধরনের ক্ষতি হয় দাদা ?

উত্তরদাতা: দেখা গেছে যে কিছু কিছু ঔষধ ব্যথার টেবলেট বা গ্যাসটিকের টেবলেট, এগুলা খাইলে ক্ষতি হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কয়েকটা ক্ষতি কি বলতে পারবেন ? কি ধরনের ক্ষতি ?

উত্তরদাতা: ক্ষতি ধরেন ব্যথার টেবলেট খাইলে হয়ত শরীরের রক্ত পানি কইরা ফালায় মনে হয়। শরীরের শক্তি থাকে কম। শরীর একটু দূর্বল হয় বা ঐটা ছাড়লে এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য ভিটামিন এ গুলা খাইলে ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে এন্টিবায়োটিক যে দেয় ডাক্তাররা দাদা। এটা কেন দেয় ? কি জন্য এটা ব্যবহার করায় কেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করায় ভালোর জন্য। শরীর ভালোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি ভাল করে শরীরের ?

উত্তরদাতা: ভাল করায় অন্যান্য ঔষধ খাইলে, ঐ ঔষধে হয়ত একটু দূর্বলতা থাকলে, ঐ এন্টিবায়োটিকই মনে হয় শরীরটা একটু সুস্থ কইরা তুলে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।মানে অন্যান্য সাধারন। অন্যান্য বলতে কোন ঔষধ এটা ?

উত্তরদাতা: অন্যান্য বলতে ব্যথার বা গ্যাসটিকের ঔষধ ঐ গুলা খাই। আমরা তো সাধারন মানুষ। সাধারন ঔষধই খাই বা বড় বড় ডাক্তারের কাছে যাই কম। যাও মনে করি না। দরকার হয় না।

প্রশ্নর্কতা: ওগুলা খাইলে কি অসুখ ভাল হয়ে যায় ? সাধারন ঔষধ খাইলে ?

উত্তরদাতা: হে সাধারন ঔষধ খাইলে ভাল হয় বা ।

প্রশ্নর্কতা: যদি ভাল না হয় ?

উত্তরদাতা: যদি ভাল না হয়; তাইলে ক্লিনিকে যাইয়া পরীক্ষা করতে হয় বা সরাসরি হসপিটালে যাইয়া পরীক্ষা করতে হয়। ওরা যে সাজেশন দেয়; সেই সাজেশন অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা করি।

প্রশ্নর্কতা: উনারা কি সাধারন ঔষধ থেকে পালটায়ে কোন ধরনের ঔষধ দেয় ?

উত্তরদাতা: সাধারন ঔষধ থেকে পালটায় না। ঐ লেখে সাধারন ঔষধই বা এক এক জনের ইয়ে দেখে এক একটা দেয়। এক এক জনের মাথা এক এক রকম। যে যে রকম বুঝে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। কোন ধরনের অসুস্থতা বা অসুখ হলে এন্টিবায়োটিক সেটা ভাল করে ? এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাইলে কি কি রোগ ভাল হয় ? কয়েকটা বলতে পারবেন দাদা।

উত্তরদাতা: ঐ ব্যথার রোগ হইলে এ গুলা ভাল হয় মনে হয় বা গ্যাসটিক, আলসার এ গুলা থাকলে বা কাটা, ঘা, পোড়া ঘা এ গুলা থাকলে এন্টিবায়োটিক খাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন অসুখের জন্য কি প্রয়োজন আছে ?

উত্তরদাতা: আছে। সবগুলা আমি জানি না।

প্রশ্নর্কতা: যেমন এই যে আপনার পেটের অসুখ। পেটের অসুখ।

উত্তরদাতা: পেটের অসুখ। এই গুলাই খাইতে হয়। আমরা খাই না তো। সাধারন ঔষধ খাই বা স্যালাইন খাই এ আমরা সুস্থ হই।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চার। আপনার বাচ্চার যে জ্বর, এই যে ছোট বাচ্চাটা। ওর ভাল হবার জন্য কি এন্টিবায়োটিকের দরকার আছে ?

উত্তরদাতা: দরকার আছে। আমরা আনি না। বুঝি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে আনেন না কেন ? একটা বললেন যে, আর্থিক সমস্যা। এ জন্য আনেন না। আর বুঝেন না বলতে কোন জিনিষটা বুঝাচেছন দাদা ?

উত্তরদাতা: বুঝেন না হয়ত চিন্তা করি যে সাধারন ঔষধ খাইলেই সেরে যাবে। সেরে যায়। সেই হিসাবে আমরা আনি না।

প্রশ্নর্কতা: যখন দেখেন যে অনেক দিন সাধারন ঔষধ সে খাইছে, ভাল হচ্ছে না; তখন কি আপনি-- ?

উত্তরদাতা: তখন আনতে হয় বা উনারা পরামর্শ দেয় যে, ঔষধ বেশি খাইলে ক্ষতি হয় এটা উনারা পরামর্শ দেয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, ভাল হয় না। ভাল না হইলে যেমন হয়তো এন্টিবায়োটিক বা একটু পাওয়ারি ঔষধ এগুলা ব্যবহার করতে হয়।

(৩০ মিনিট ১১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা। মানে কোথা থেকে এই এন্টিবায়োটিক গুলা পেয়ে থাকেন সাধারনত ?

উত্তরদাতা: সাধারনত বাঁশতৈল, তক্তারচালা এগুলায় যাইতে হয় বা গ্রামে চানু মার্কেটে গেলে কিছু কিছূ পাওয়া যায়। কিছু কিছূ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো বলতেছিলাম এন্টিবায়োটিক তক্তারচালা--। এটা কি শফিপুরে পড়ছে নাকি ?

উত্তরদাতা: তক্তারচালা বাজারটা যেটা ওটা হচ্ছে সীমানা। উটা হচ্ছে অর্ধেক শফিপুর আর অর্ধেক মির্জাপুর।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। কিছুদিন আগে গেছিলাম। আমি দেখলাম যে অনেক বড় একটা বাজার। আর এদিকে বাঁশতৈল এখানে বেশ কিছু ঔষধের দোকান দেখছি। তাইলে কোন জায়গাটায় দাদা বেশি যান ? বাঁশতৈল এ বেশি যান এন্টিবায়োটিক আনার জন্য?

উত্তরদাতা: হই, বাঁশতৈল এ বেশি যায়। বাঁশতৈলে যাওয়া আসা সব সময়ই করি। এই হিসাবে বাঁশতৈল এ বেশি যাই। দেখা গেল যে, বাঁশতৈল এ ও পাওয়া গেল না। তখন ঐ তক্তারচালায় যেতে হয়। তক্তারচালায় গেলে ও কিছু কিছু জিনিষ আছে খরচ বাঁচে।

প্রশ্নর্কতা: জ্বি।

উত্তরদাতা: আবার দেখা গেল যে, এই জায়গায় পাওয়া গেলে আর যাইতে হয় না। যেমন তক্তারচালায় গেলে ভাড়া বেশি লাগে। এখানে ভাড়াটা কম লাগে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো বাঁশতৈলে যখন পান না; তখন মানে ঐ ঔষধ তক্তারচালায় গেলে পান ?

উত্তরদাতা: তক্তারচালায় গেলে পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: তার মানে এইখানের চেয়ে ঐ বাজারটা বড়। আচ্ছা। আচ্ছা। অনেক বড়। তো দাদা এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে বা কোন কাগজ ? ডাক্তারী কোন প্রেসক্রিপশন ?

উত্তরদাতা: হে কিনতে হইলো তো প্রেসক্রিপশন লাগে। সাধারন ডাক্তাররা ও যেগুলা দেয়; এনারা দিলে ও পাওয়া যায় আরকি বা প্রাইভেট ক্লিনিক এ যাইয়া যেগুলি পরীক্ষা করে আনতে হয় সেগুলা ও; তো মির্জাপুর যাওয়া সম্ভব হয় না। পরে এই জায়গা থেকে আমরা তক্তারচালায় গেলে পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে ?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন নিয়া যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে বেশিরভাগ সময় কি প্রেসক্রিপশন নিয়ে যান ? নাকি, গেলে ডাক্তারদের বললেন যে আমার অসুখ। উরা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় ?

উত্তরদাতা: এমনে নাম জানা থাকলে এমনি ও আনা যায়। আর যে গুলা যে নাম জানা নাই বা আগে আনি নাই। এখন আনতে হবে, পরে প্রেসক্রিপশন নিয়া যাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে নতুন ঔষধ যেটা; প্রথমবার আনতে যাচ্ছেন ?

উত্তরদাতা: হ। হ।

প্রশ্নর্কতা: এটার ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন লাগে। আর পুরাতন যেগুলা খান ?

উত্তরদাতা: পুরাতন যেগুলা খাই, নাম জানা থাকলে আর প্রেসক্রিপশন লাগে না।

প্রশ্নর্কতা: তো যারা দেয় মানে তারা কি কোন আপনাদের কি বুদ্ধি পরামর্শ দেয়; কিভাবে ঔষধটা খাবেন? দিনে কয়বার খাবেন ? সেটা আপনাদের বুঝায়ে দেয় ?

উত্তরদাতা: বুঝায়ে দেয়। কিছু কিছু বুঝায়ে দেয়। কিছু কিছু জানা থাকলে হয়ত বুঝায়ে দেয় না। যে জানেই যে ব্যবহার করে। সে হিসাবে কিছু বলে না।

প্রশ্নর্কতা: কিছুক্ষন আগে আমাকে বলতেছিলেন যে, ঐ যে ঔষধের পাতার মধ্যে কেচি দিয়ে কেটে কেটে দেয় যে কয়বার খেতে হবে ? দুইবার যদি হয় দুইটা কাটা দাগ দিয়ে দেয়। আবার কোন সময় বললেন কলম দিয়ে দাগ দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক সিরাপ থাকে। ওগুলার খাপের মধ্যে কলম দিয়া দাগ দিয়া দেয়। আর যেগুলা ক্যাপসুলের ফাইল থাকে ওগুলার মধ্যে কেচি দিয়া কাইটা দেয়। দুই বেলা খাইলে দুই কাটা। এক বেলা খাইলে এক কাটা। তিন বেলা খাইলে তিন কাটা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এগুলা কোন ধরনের ডাক্তার দেয় ? এরা কারা ?

উত্তরদাতা: এনারা হয়তো আমরা গ্রামে বাস করি। কিছু বুঝি না, বা কিছু কিছু লোক ও বুঝে না। সেই হিসাবে ঐটা কাইটা দিলে মনে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি যারা পাশ করা বড় ডাক্তার ওরা দেয় ? নাকি যারা গ্রামের পল্লি চিকিৎসক ওরা দেয় ?

উত্তরদাতা: পাশ করা ডাক্তাররা উনারা কিন্তু প্রেসক্রিপশন এ লেইখ্যা দেয়। তিন বেলা খাইতে হবে বা উনাদের একটা ইয়ে আছে। ইয়ে দেখে এনারা পরে কেচি দিয়ে কেটে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে তো আপনি যখন এন্টিবায়োটিক কিনতে যান। ধরেন আপনার এই যে পাতলা পায়খানা হচেছ বা বারবার জ্বর হচ্ছে বাচ্চার বা পরিবারের কার ও একটা অসুখ আছে। ব্যথা ধরেন আপনার মায়ের। কথার কথা। আমি একটা উধাহরন দিচ্ছি দাদা। যদি এ রকম সমস্যা বারবার হয়; তো আপনি তো জানেন ডাক্তার দেখাইছেন। প্রেসক্রিপশনে ডাক্তার লেখছে এন্টিবায়োটিক এটা খাবা। তো আপনি এ ধরনের কোন ঔষধে-- ?

উত্তরদাতা: হ। এইটা লিখে দিলে খাইতে হয়। খাইলে যেমন ভাল হয়। ভাল হইলে তো দেখা গেছে আবার রোগ দেখা গেল বা আনলে পুরা কোর্সটা আমার শেষ হল। শেষ হইলে আর দরকার পড়ে না।

প্রশ্নর্কতা: আমি যেটা জানতে চাচিছলাম আপনি কোন একটা এন্টিবায়োটিককে অগ্রাধিকার দেন কিনা ? মনে করেন যে, এই এন্টিবায়োটিক খেয়ে আমার কাছে ভাল লাগে বা এটা খেয়ে আমি উপকার পাই বিশেষ একটা অসুখের জন্য। এ রকম কি আপনার মনে হয় ?

উত্তরদাতা: আছে। এ রকম কিছু কিছু ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা: যেমন-এ রকম কয়েকটা ঔষধের নাম বলতে পারবেন ?

উত্তরদাতা: যেমন এমনে এন্টিবায়োটিক কি। আমি তো পরিশ্রম করি; যাই হোক ভিটামিন।

(৩৫ মিনিটি ০৯ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আমি বলতেছিলাম দাদা এন্টিবায়োটিক ? যে একটু পাওয়ারের ঔষধ; যেটা একটু আগে যেটা বলতেছিলেন। মানে ঔষধতো ডাক্তার অনেকগুলি দিছে বিগত অনেক বছরের মধ্যে অনেক ধরনের অসুখ হইছে না। এর মধ্যে তো অনেক ধরনের এন্টিবায়োটিক ডাক্তাররা দিছে। জ্বরের জন্য এটা খাবা। পাতলা পায়খানা জন্য এটা খাবা।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দিয়া দিলে ও আমরা বুঝি না যে এটা এন্টিবায়োটিক বা যে ঔষধ গুলা দেয় আমরা ঐটাই খাই।

প্রশ্নর্কতা: যেটা লেখে দেয় ঐটাই। আপনার নিজের কোন পছন্দ নাই ?

উত্তরদাতা: যেটা লেখে দেয় ঐটাই। নিজের কোন পছন্দ নাই। যাই হোক আমরা বুঝি না কোনটা এন্টিবায়োটিক বা কি ?

প্রশ্নর্কতা: তো দাদা এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, শেষবার আপনাদেরকে কবে এন্টিবায়োটিক দেয়া হইছিল ? এটা কি আপনার মনে আছে ? আপনার যে পরিবারের মা, বাচ্চা।

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কবে লাস্ট এন্টিবায়োটিক দিছিল ? যেমন-গতকার হচ্ছে যে, আপনার ইয়ার জন্য বাচ্চার জ্বরের জন্য ঔষধ কিনছেন। আপনার পাতলা পায়খানা জন্য ঔষধ কিনছেন ?

উত্তরদাতা: এ ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক আনি নাই। সাধ্ারন যে গুলাই।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা হচ্ছে যে মানি এন্টিবায়োটিক মানে ধরেন এর আগে গত দুই তিন মাসের মধ্যে কোন এন্টিবায়োটিক কি আনছিলেন ? কিনে আনছিলেন ? খেয়াল আছে?

উত্তরদাতা: সেটা আমার মনে নাই আরকি। খাইছি কিনা বা কিনছি কিনা আমার মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: গত দুই তিন মাস বা ছয় মাসের মধ্যে ? এমনি লাস্ট কোন বার আনছিলেন সেটা কি খেয়াল করতে পারেন গত এক বছর বা দুই বছরের মধ্যে?

উত্তরদাতা: না। আমার খেয়াল নাই আরকি। মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ধরেন যে এন্টিবায়োটিক যে গুলা কিনেন, সেগুলা দিনে এমনে কয়টা করে খাইতে হয় ? যেমন-কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে, দিনে কয়েক বার খেতে হয়। কয়েক দিন খেতে হয়। যদি একটু সু-নিদিষ্ট করে বলে দাদা, একটা এন্টিবায়োটিক দিলে ডাক্তাররা দিনে সাধারনত কয় দিনের জন্য দেয়? কয় দিন খেতে হয় ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে বুঝি না। তবে, যাই হোক; যতটা ঐ ডাক্তাররা দেয়। আমরা সে হিসাবে খাই।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তাররা সাধারনত কয়টা করে দেয় ? দিনে কয়টা করে দেয় ?

উত্তরদাতা: দিনে ঐ যে বললাম দিনে ১টা পড়ে। কত দিন ২টা ও পড়ে।

প্রশ্নর্কতা: আর খাইতে বলে কয় দিন ?

উত্তরদাতা: খাইতে বলে তো উনারা যা বলে উনাদের হিসাবে তো আমরা খাই না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কয় দিনের জন্য দেয় সাধারনত ?

উত্তরদাতা: সাধারনত দেয় ৭ দিনের দেয় বা ৩ দিনের দেয়। সে হিসাবে খাই।

প্রশ্নর্কতা: দিনে কয়টা করে দেয় দাদা ?

উত্তরদাতা: দিনে কত দিনে ১টা করে পড়ে। কত দিনে ২টা ও পড়ে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। মানে এন্টিবায়োটিক এ রকম দেয়। তাইলে কোন সময় কি দিছিল গত ছয় মাস বা গত এক বছর মধ্যে ?

উত্তরদাতা: হয় দিলে ও আমি জানি না যে কোনটা এন্টিবায়োটিক। যাই হোক, বুঝি না। আবার উনারা যদি বলে যে এন্টিবায়োটিক খাইতে হবে। গত ছয় মাসের মধ্যে খাইছি মনে হয়। নামটা ও মনে নাই। কোন কোন কারনে দিছে।

প্রশ্নর্কতা: গত ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে আপনার পরিবারের কোন সদস্যা বাচ্চা বা কেউ অসুস্থ হইছে কিনা ?

উত্তরদাতা: অসুস্থ ঐ সাধারনত ঠান্ডা, জ্বর এ গুলাই হয়। এগুলার জন্য আমরা গ্রামীন ডাক্তারের কাছেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: কোন পাওয়ারের ঔষধ আপনার কাছে মনে হইছে কি পাওয়ারের ঔষধ দিছে ? দাম বেশি এ রকম কোন ঔষধ কিনছিলেন আপনি ? মনে আছে ? দাম অনেক বেশি অন্যান্য ঔষধের চেয়ে।

উত্তরদাতা: হয়ত আমার মেয়ের জন্য একবার কিনছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কত টাকা ছিল দাদা ঐটা ?

উত্তরদাতা: ঐটা মনে হয় ১২০ টাকা না, কত টাকা ছিল।

প্রশ্নর্কতা: এটা সিরাপ ছিল ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। সিরাপ ছিল।

প্রশ্নর্কতা: যেহেতু ছোট বাচ্চা।

উত্তরদাতা: বা উনার মুখে রুচি ছিল না। আর মনে হয় কৃমি মনে হয় আক্রান্ত করছিল। তো ও গুলা আমি কাজ করে আসার ফাকে বাঁশতৈল থেকে নিয়ে আসি। ঐ গোপাল ডাক্তারের কাছ থেকে। উনারে বললাম। পরে একটা এন্টিবায়োটিক সিরাপ দিছে আর একটা কৃমির সিরাপ দিছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: এ গুলা খাইয়া বাচ্চা এখন আমার সুস্থই আছে। আগে খাইতো না বেশি। ইয়ে করতো শরীর হেংলা হয়ে গেছিল। এখন আবার খাওয়ার পরে ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটার দাম ছিল ১২০ টাকা ?

উত্তরদাতা: না। না। ঐটার দাম না। ঐটা ছিল আর ও আগে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কত টাকা ছিল দাদা ?

উত্তরদাতা: ঐটা ছিল দুইটা মিলে ৪৫ টাকা নিয়েছে।

প্রশ্নর্কতা: না। ১২০টাকা যেটা বলছিলেন দাদা ?

উত্তরদাতা: না। ১২০ টাকা নিছিলাম আর ও আগে।

(৪০ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ওটা কোন জায়গা থেকে আনছিলেন ?

উত্তরদাতা: ওটা আনছিলাম পেকুয়া থেকে।

প্রশ্নর্কতা: তো সেটার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন ছিল ? কোন কাগজ ?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ওখানে সাধারন ডাক্তার ছিল ঐ আত্মীয়ের ভিতরে। পরে উনি লেইখ্যা দিছে। লেইখ্যা দেওয়ার পরে এনে খাওয়াইছি। খাওয়ানোর পরে ভাল হইছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে ১২০ টাকা দাম ?

উত্তরদাতা: হে। ১২০ টাকা।

প্রশ্নর্কতা: এই যে দাম। এটা কি আপনার কাছে মনে হয়? দামটা কি বেশি, না কম??

উত্তরদাতা: এখন বেশি হইলে ও বেশি মনে করি না। হয়ত, খাওয়ার পরে আমার বাচ্চা ভাল হয়ে গেছে। সে হিসাবে আমি দাম বেশি মনে করি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। যেহেতু আপনি উপকার পাইছেন ?

উত্তরদাতা: উপকার পাইছি।

প্রশ্নর্কতা: এ জন্য আপনি খুশি না ?

উত্তরদাতা: উপকার পাইলে দাম বেশি হলে ও কিন্তু জিনিষ ভাল পাওয়া যায় সে হিসাবে।

প্রশ্নর্কতা: তো সাধারন মানুষের আয়ের জন্য এটা কি মানে আপনি তো আপনার তো আয় কম। মাসে বলতেছেন ৬০০০ হাজার টাকা। তাইলে সেই হিসাবে এটার দাম অনেক বেশি না ?

উত্তরদাতা: মাসে যে ৬০০০ হাজার টাকা এটা আমি সব সময় মনে করি বা কিছু কিছু সময় বা কিছু কিছু মাস আছে; কিছু বেশি পড়ে সে গুলা আসলে ধরা পড়ে না। কাজ তো আর সব সময় এক রকম থাকে না। হা। একটা গড় আয় হিসাবে আমি এই ৬০০০ হাজার টাকা ধরছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। গড় আয় হিসাবে ৬০০০ হাজার টাকা ধরছেন। তো তাইলে ঐ যে ঔষধ কিনছিলেন এন্টিবায়োটিক এবং কৃমির ঔষধ যেটা বলতেছেন তো ঐটা খাওয়ার পরে আপনার মেয়ে ভাল হয়ে গেছিল ? আপনি এতে খুশি। ঐটার কোর্স কমপ্লিট করছিলেন দাদা ? মানে যে কয়দিন ছিল?

উত্তরদাতা: কয়দিনের মধ্যে যে আমাকে ঔষধ দিয়েছে পুরা ঔষধটা আমি হে উনাকে খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: পুরাটাই খাওয়াইছিলেন। খাওয়া এ ভাল হইছিল সে ?

উত্তরদাতা: হে।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাইছিলাম দাদা, মানে এন্টিবায়োটিক ধরেন আপনি বাসায় আনছেন ঔষধ। তো এটা হয়ত ডাক্তার বলছে যে, আপনি ৩ দিন, ৫ দিন বা ৭ দিন খাওয়াবেন। আপনি কয়েকদিন খাওয়ালেন। খাওয়ানোর পরে মনে হলো যে--।

উত্তরদাতা: ঐটা আপনার হলো এই ।

প্রশ্নর্কতা: না। আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম দাদা, যে ঔষধটা খাওয়ানোর পরে কিছু ঔষধ আপনার খাওয়াইলেন না যে, বাচ্চা তো সুস্থ হয়ে গেছে বা আমিতো সুস্থ হয়ে গেছি। যে ঔষধটা রয়ে গেল এটা কি বাসায় রেখে দেন? পরবর্তীতে কেউ অসুস্থ হলে খাওয়ার জন্য ?

উত্তরদাতা: না। না। না।

প্রশ্নর্কতা: কি করেন ?

উত্তরদাতা: না ও গুলারে খাওয়াই না। যেটা খাওয়ানি শেষ হয় বা যদি একটু থাকে। না খাওয়ায়। পরে ঔষধটা ফেলে দেই। যেহেতু উটার ডেট ইয়ে হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায়। ফেলে দেই।

প্রশ্নর্কতা: ফালায়ে দেই। এ তো আসলে কেন ফেলে দেন দাদা ? উটাতো আসলে একটা ঔষধের তো কিছু দিন সময় থাকে না ?

উত্তরদাতা: হয়ত এই কাজের ফাকে হয়ত মনে থাকে না। খাওয়াইতে বা এই গুলা ভুল হয়। ভুল হওয়ার কারনে যেমন আজকে খাওয়াইলাম।

প্রশ্নর্কতা: জ্বি।

উত্তরদাতা: ৩ দিন পরে মনে হইলো। ৩ দিন পরে মনে হইলে তো; দেখা গেছে যে ঔষধটার মেয়াদ হইতেছে ৭ দিন খোলার। ৭ দিন বা ডেইট ওভার হয়ে গেলে; পরে ওগুলা ফেলে দেই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ৭ দিন পরে ফেলে দেন ? এমনে সাধারনত: ৭ দিন রাখেন ? পরে যেহেতু মুখ খোলা ফেলে দেন ?

উত্তরদাতা: হে।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু মুখ খুলতে তো ঔষধ খাওয়া যায়। খাওয়া যায় নাকি দাদা ?

উত্তরদাতা: ঔষধ খাওয়া যায়। ঐ সাত দিন পর্যন্ত একটা মেয়াদ থাকে আরকি সে যাই হোক। যে ৭ দিন পর এগুলা খাওয়া ঠিক না। একশন ভারী হয়ে যায় বা খাওয়ানোর সময় বের কইরা আবার মুখ বন্ধ করে রাখি। এটা ঠিক আছে। কিন্তু ঐ খোলা, লাগানি এ গুলার ইয়ে হিসাবে ডেট নষ্ট হয়ে যায় বা ঘরে রাইখা দিলাম; মনে থাকে না। এইটা খাওয়ামু। দেখা গেল যে, ঔষধ এমনে ভাল। কিন্তু ফিরা আবার দেখা যায় যে, এই ঔষধটা খাওয়াতে হবে; পরে ঐ ঔষধটা খাওয়ারবার গেলে ফেলে ফিরা আবার আনতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ঔষধের গায়ে একটা মেয়াদের তারিখ দেয়া থাকে। একটা ডেইট দেয়া থাকে।

উত্তরদাতা: ঐ সাত দিন এইটাই দেয়া থাকে বেশি। মুখ খোলার সাত দিন পর ফেলে দিবে।

প্রশ্নর্কতা: সিরাপের ক্ষেত্রে ?

উত্তরদাতা: হা সিরাপের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা: সিরাপের ক্ষেত্রে; নাকি?

উত্তরদাতা: না। যে কোন ঔষধের ক্ষেত্রে থাকে না। এগুলা সিরাপের ক্ষেত্রে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে ক্যাপসুল এগুলার ইয়েতে থাকে না। এ গুলার মধ্যে দেখা গেছে যে এগুলার মুখ বন্ধ বা এইটার মেয়াদ থাকে কত কত ঔষধের মেয়াদ থাকে এক বছর, ছয় মাস, দুই বছর। ঐ ডেইট অনুযায়ী যেমন খাওয়ানো চলে। ডেইট ওভার হয়ে গেলে দেখা গেল যে, ঐ ঔষধটা আমি পাঁচটা খাওয়াইলাম ১০টার মধ্যে; আর ৫টা ডেইট ওভার হয়ে গেল। পরে ওগুলা আর খাওয়াই না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি ঔষধ কিনার সময় দাদা ঐ যে ডেইটা দেখে নেন? ঔষধের এন্টিবায়োটিকের ?

উত্তরদাতা: হা। কিছু কিছু ঔষধ ডেইট দেয়া থাকে বা সবগুলায় থাকে বা আমরা সব সময় খেয়াল করি না। আর ডাক্তাররা ও দেয় না। ডেইট ওভার ঔষধ দেয় না।

(৪৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: না। যখন ফার্মেসী থেকে কিনেন?

উত্তরদাতা: তখন ডেইট দেখে আনতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: এটা কে দেখে ? আপনি নিজে দেখেন ? নাকি--

উত্তরদাতা: আমি নিজে দেখি বুঝি যেহেতু। কিছু লেখা বুঝা যায়। যে এগুলার ডেইট দুই মাস বা তিন মাস বা ছয় মাস এ গুলা থাকে। সেই হিসাবে আনতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর যে গুলা বুঝেন না; ও গুলা কি করেন ?

উত্তরদাতা: যেটা বুঝি না। ডেইটতো মনে করেন সবগুলার থাকে।

প্রশ্নর্কতা: না। অনেক সময় দেখা যায় যে ডেইট চলে গেছে বা আগের একটা ঔষধ রয়ে গেছে। এ রকম হতে পারে না। ভুল হতে পারে না। ভুল করে একটা চলে আসলো। তখন আপনি কি করেন ?

উত্তরদাতা: চলে আসলো বা ঐটা বাড়িতে আইনা দেই। নিজে না বুঝলে, যারা বুঝে তাদের কাছে দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাদেরকে দেখান। এই যে বলতেছেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ। আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে, এন্টিবায়োটিক যেমন মানুষের উপকার ও করে; তেমনি ক্ষতি ও করে। তাইলে এন্টিবায়োটিক মানুষের কি ক্ষতি করে দাদা। কয়েকটা ক্ষতি কি বলতে পারবেন ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিককে ক্ষতি করে না। যেমন ঐ ব্যথার টেবলেট খাইলে ও গুলা ক্ষতি করে। গ্যাসটিকের টেবলেট খাইলে বা ক্ষতি করে। হেই হিসাবে মনে করি যে, এন্টিবায়োটিক খাইলে একটু ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: না। ঐটাতো ভাল হয়। কিন্তু ঔষধের একটা রি-একশন বা ?

উত্তরদাতা: রি-একশন বা বেশি খাইলে মনে হয় ক্ষতি হয়।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম ক্ষতি ? কয়েকটা ক্ষতি বলতে পারবেন দাদা ? কি করে ?

উত্তরদাতা: ক্ষতি করে ঐ শরীর দূর্বল। মাথা ঘুরায়। এ গুলা।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: মাথা ঘুরালে যেহেতু আমরা ঔষধের একশন বেশি হইলে আমরা খাই কম। অল্পতেই যদি ইয়ে হয়, ভাল হয় তাহলে আর কেন ?

প্রশ্নর্কতা: মানে মাথা ঘুরালে মনে করেন যে মাথা ঘুরাচ্ছে; অল্পতেই আমরা ভাল হয়ে গেছি। আর খাব কেন ?

উত্তরদাতা: পাওয়ার বেশি। খাব না বা দিনে দেখা গেছে যে, ২টা খাইতে হয়। সেখানে ১টা খেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: সেটা খাইলে ধরেন যে ঔষধের যে কোর্স কমপ্লিট হচেছ না ?

উত্তরদাতা: ঐ কমপ্লিট হবে। আপনার যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী লাগে। এইতো।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এটা কমপ্লিট না হওয়াতে পরে আর সমস্যা হয় ?

উত্তরদাতা: সমস্যা সবগুলাতে হয় না। কিছু কিছুতে সমস্যা হয়।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম সমস্যা ? ধরেন কোর্স কমপ্লিট করলো না ?

উত্তরদাতা: করলো না। দেখা গেল যে, পরে আবার দেখা গেল। যে আমার এই অসুখটা হয়েছে। পরে আবার বেড়েছে।

প্রশ্নর্কতা: আবার বেড়ে গেছে ? কখন বাড়বে ? ঔষধ খায়ে একবার সুস্থ হয়ে গেলে ঔষধ ছেড়ে দিলেন। এরপর আবার কি অসুখ হইতে পারে ?

উত্তরদাতা: ভাল হইলে তো লাগে না। যেহেতু পুরাটা না খাইলে, দেখা গেছে অল্পতে খায়ে ভাল হলাম বা ঐ আর্থিক সমস্যা জন্য খাই না। সে হিসাবে দেখা যায় আবার এক মাস পরে দেখা দেয়। সে হিসাবে বুঝা যায় যে, আর ও অসুখ রয়ে গেছে। আর বেশি খেলে যে ঐ যে বললাম মাথা ঘুরায়।

প্রশ্নর্কতা: হু।

উত্তরদাতা: এইটাই ক্ষয় ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তো আপনার এখানে যে গরু পালেন আপনি এখন গরু কয়টা আছে ? তিনটা ? তিনটা সুস্থ আছে এখন সবাই। কোন সমস্যা আছে গরুতে ? কোন ধরনের অসুখ বিসুখ বা ছোট খাট বা বড় ধরনের কোন অসুখ আছে গরুর ?

উত্তরদাতা: না। অসুখ বিসুখ নাই। দেখা গেছে কত কত গরুর রুচি এই কম থাকে। কত কত গরু বাইছা খায়। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, এগুলা একটু বেছে খায়। সব ঘাস খায় না। আবার কত কত গরু দেখা গেছে যে সমস্ত ঘাস আইনা দিলে সবই খায়। কত কত গরু কিন্তু গোবরের ঘাস ও খায়। আবার কত কত গরু দেখা গেছে যে, গোবরের ঘাস গন্ধ করে সেই হিসাবে খায় না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ধরেন আপনার একটা গরু অসুস্থ হইলো তো তাকে যে ঔষধ কিনে আনতে হবে বা দিতে হবে এই সিদ্ধান্তটা দাদা কিভাবে নেন ?

উত্তরদাতা: অসুখ দেখা গেলে এখানে এই প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডাক্তার আছে। সরকারি ডাক্তার বা গ্রামে ও আছে পশু ডাক্তারই। উনারা ঐ ট্রেনিং দিয়ে ইয়ে করছে আরকি। পরে উনাদেরকে দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে দেখান ?

উত্তরদাতা: তাদেরকে এনে দেখাই। পরে রোগ বুঝে ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: বাড়িতে আসে ? নাকি--

উত্তরদাতা: হে, বাড়িতে আসে।

প্রশ্নর্কতা: এই যে ডাক্তার দেখাতে হবে একটা ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় আছে না ? এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় আপনার পরিবার থেকে ?

উত্তরদাতা: পরিবার থেকে আমিই নেই। আমি নেই। সবাই নেয়। যে এগুলা অসুখ হইছে। ঔষধ না খাইলে তো ভাল হবে না। এলাকার লোক ও পরামর্শ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে গরু যে অসুস্থ হইলো; ডাক্তার আনলেন ধরেন। আসার পরে ডাক্তার যে গরুর ট্রিটমেন্ট করে; এখন সে কি গরুর কোন প্রেসক্রিপশন দেয় ?

উত্তরদাতা: তার কাছে ঔষধ থাকলে প্রেসক্রিপশন দেয় না। যদি না থাকে। তখন দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তখন দেয়। মানে ঔষধ না থাকলে, কাগজে লেখে দেয় সেটা ?

উত্তরদাতা: হে। কাগজে লেখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: বলে যে কিভাবে খাইতে হবে ?

উত্তরদাতা: হা। বলে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কি কাগজে লেখে দেয়। নাকি মুখে ও বলে ?

উত্তরদাতা: কাগজে লেখে দেয়। মুখে ও বলে।

(৫০ মিনিট ০৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কোনটা করে দাদা ?

উত্তরদাতা: ঐ কাগজে লেখে দেয় বা মুখে ও বলে।

প্রশ্নর্কতা: এমনি পাতাতে, ঔষধের যদি পাতা হয় কেটে দেয় ?

উত্তরদাতা: কেটে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: হে। কেটে দেয় ? ঐটাতো মানুষের ক্ষেত্রে বললেন ?

উত্তরদাতা: সব ক্ষেত্রেই।

প্রশ্নর্কতা: ও আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তাহলে তো গ্রামের লোক আর সবাইতো সব কিছু বুঝে না। ঐ হিসাবে লেখে দেয়, কেটে দেয় বা দাগ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আর যেটা হচ্ছে ধরেন, ডাক্তার যে আসে; সেকি পাশ করা বড় ডাক্তার ? নাকি এমনি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক এর মত?

উত্তরদাতা: পল্লী চিকিৎসক। পাশ করা না। হয়তো পশু মন্ত্রনালয় থেকে বা থানা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে পশু ডাক্তার যারা পাশ করা; তাদের কাছে ট্রেনিং নেয় বা ট্রেনিং শেষে, পরে এসে তারা চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ভিজিট লাগে ? তারা কোন টাকা নেয় বাড়িতে আসলে ?

উত্তরদাতা: ভিজিট সবগুলাতে লাগে না।

প্রশ্নর্কতা: মানে সবগুলা বলতে কোন ধরনের ইয়ে তে ?

উত্তরদাতা: না এভাবে দিতে হয় না বা দিতে হয় কোনটা দেখা গেল যে অনেক দূর থেকে আসলো; মোটর সাইকেলের তেল খরচ বাবদ কিছু দিতে হয় আরকি। ৫০, ১০০ এটা দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সব সময় দিতে হয় ?

উত্তরদাতা: না। না। সব সময় দিতে হয় না। বড় ধরনের অসুখ হলে দিতে হয়। সাধারন অসুখ হলে দিতে হয় না।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে ডাক্তাররা আসে এরা কি কোন এন্টিবায়োটিক কি দেয় গরুকে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দেয় কিনা সঠিক জানি না। দেয় ই তো মনে হয়। দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কিভাবে আপনার কাছে মনে হয় যে, এন্টিবায়োটিক দেয় ?

উত্তরদাতা: দেয় ধরেন দেখা গেল যে একটা গরুর দুই ধরনের ঔষধ দেয়। সেই হিসাবে বুঝলাম যে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: দুই ধরনের ঔষধ ? কি কি ঔষধ ? যেমন-১টা ঔষধের নাম বলতে পারবেন ?

উত্তরদাতা: যেমন একটা ঔষধের নাম। একটা দেখা গেল যে, মানে শরীরে গোটা হইছে। এটাই গোটা হারবো। আর একটা দিলে স্বাস্থ্য ভাল হইবো। সেই হিসাবে বুঝলাম যে, এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো কোনটা এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: ঐ যে স্বাস্থ্য ভাল হয় মনে হয় ঐটায় এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: আর গোটার জন্য যেটা দেয় ?

উত্তরদাতা: গোটার জন্য ঐটা মনে হয় গোটরই।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কি সাধারন ঔষধ; না এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: কোনটা ?

প্রশ্নর্কতা: গোটার জন্য ঐটা ?

উত্তরদাতা: যাই হোক সাধারন অসুখই মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: পরে ঐ আর একটা দেয়। কয় যে দিলেই ভাল হয়। তাইলে বুঝলাম যে, একটা এমনে। আর একটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: ভাল করবে এটা কি এন্টিবায়োটিক ? নাকি সাধারন ঔষধ ?

উত্তরদাতা: ভাল দোনোটাই করবে। এন্টিবায়োটিক ও করবে। সাধারন ঔষধ ও করবে।

প্রশ্নর্কতা: ভিটামিন বললেন যেটা দেয়। ভিটামিনটা কি ভাল করবে ? নাকি অন্য কোন কাজ করবে ?

উত্তরদাতা: ভিটামিন তো ভাল করবেই।

প্রশ্নর্কতা: আর যেটা গোটার জন্য দেয় ঐটা ?

উত্তরদাতা: ঐটা ও ভাল করবে। ভাল না হইলে তো আর দিত না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এন্টিবায়োটিক যেটা ঐটা কি রোগ ভাল করতাছে; নাকি শরীর ভাল করতাছে ?

উত্তরদাতা: রোগ ও ভাল করে; শরীর ও ভাল করে।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে মূল, মেইন কাজ কোনটা তার ?

উত্তরদাতা: মেইন কাজ তো মনে হয় তাইলে দোনটার আরকি।

প্রশ্নর্কতা: মানি এন্টিবায়োটিক যেটা ঐটা কি জন্য দিচ্ছে ? গরুর গায়ে যে গোটা উঠছে। গোটা উঠল, আবার গরু উন্নতি বা ভালোর জন্য একটা দিচ্ছে। তাইলে এন্টিবায়োটিকটা কোন কাজটা করতাছে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা মনে হয় ভাল কাজটাই করতাছে।

প্রশ্নর্কতা: কোনটা ? কোনটা ? গোটা না তার শরীরের ?

উত্তরদাতা: শরীর ভাল হবার কাজটা মনে হয় করতাছে।

প্রশ্নর্কতা: আর আর একটা ঔষধ যেটা দিতেছে এটা কি জন্য ?

উত্তরদাতা: এটা গোটা, জীবানুটা নষ্ট করার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে জীবানু নষ্ট করে কি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ; নাকি ভিটামিন যেটা বললেন ভিটামিন যেটা দিছে। ভিটামিন করতাছে; নাকি এন্টিবায়োটিক করতাছে ?

উত্তরদাতা: ভিটামিন ঐটাইতো মনে হয় এন্টিবায়োটিক জাতীয়। ঐটাইতো স্বাস্থ্য ভাল করে।

প্রশ্নর্কতা: স্বাস্থ্য ভাল করে ভিটামিন ? আর এন্টিবায়োটিকটা ?

উত্তরদাতা: না। গোটা যেটা জীবানু নষ্ট করে ঐটাই মনে হয় এমনে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কি এন্টিবায়োটিক ? না এমনে? তো দাদা এখন যেটা জানতে চাচিছ যে, ধরেন আপনার ইয়েকে এরকম এন্টিবায়োটিক দিছিল; এটা কত দিন আগে হইছিল ?

উত্তরদাতা: আমার বাছুরের এক বছর।

প্রশ্নর্কতা: কত দিন আগের কথা এটি ?

উত্তরদাতা: এক বছর হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এই এন্টিবায়োটিক বা গরুর যে ঔষধগুলা দেয়; এই গুলা কোন জায়গা থেকে আনেন দাদা ?

উত্তরদাতা: ও গুলা আমরা সাধারন ডাক্তারের কাছে পাই (ডাক্তারই নিয়ে আনে-উত্তরদাতার মা বলেছেন) । পশু ডাক্তার উনারাই রাখে। উনারা ঐ তক্তারচালা, মির্জাপুর থেকে আনে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওদের দোকানগুলি কোথায় ? পশু চিকিৎসক এর দোকান ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল আছে। তক্তারচালা আছে বা যাদের কাছে আমরা সব সময় যাই সাধারন অসুখের জন্য।

(৫৫ মিনিট ০৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় যান ? কোন জায়গায় বেশি যান ?

উত্তরদাতা: এইটায় আমাদের গ্রামে বেশি আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। পশু চিকিৎসক কি বাড়িতে থাকে ? নাকি কে হচ্ছে যে--

উত্তরদাতা: না। উনি বাড়িতে থাকে। গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আর ঔষধ বিক্রি করে এটা কোন দোকান ?

উত্তরদাতা: ঐটা বাঁশতৈল আছে। তক্তারচালা আছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐখানে কি পশু চিকিৎসক গিয়ে বসে ? নাকি কি উনি বাড়িতেই থাকে ?

উত্তরদাতা: উনি বাড়িতেই থাকে। বাড়ি বাড়ি গিয়া চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা: তো বিনিময়ে কিছু টাকা নেয় ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: কত নেয় ধরেন ? ঐ যে গোটা উটছিল ?

উত্তরদাতা: গোটা উটছিল ঐটার জন্য আমার সব মিলে দুইশত টাকা নিছে।

প্রশ্নর্কতা: পশু চিকিৎসককে কত টাকা দিছেন ?

উত্তরদাতা: ঐ সব মিলে আমি দুইশত টাকা দিছি। উনি আমার কাছে বেশি নেয় না।

প্রশ্নর্কতা: দুইশত টাকা দিছেন ? ঔষধ উনি নিয়ে আসছেন ? ঔষধ কি উনি সাথে করে নিয়ে আসছে ?

উত্তরদাতা: সাথে করে নিয়ে আসছে। (ঐ একটা করে ইনজেকশন দিয়া দেয়- উত্তরদাতার মা বলেছেন)

প্রশ্নর্কতা: আর যদি দোকান থেকে কিনতে হয় ?

উত্তরদাতা: দোকান থেকে কিনতে হলে উনি প্রেসক্রিপশন করে দেয়। পরে ঐ অনুয়ায়ী তক্তারচালা বা বাঁশতৈল যাইয়া আনতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় বেশি যান দাদা ? তক্তারচালা না বাঁশতৈল ?

উত্তরদাতা: উনি যেখানে বলে যে তক্তারচালা যাও। তা হলে তক্তারচালা যাই। আর যদি বলে যে বাঁশতৈল পাওয়া যায়। তা হলে বাঁশতৈলই যাই।

প্রশ্নর্কতা: খরচ কি বেশি না কম দাদা ?

উত্তরদাতা: খরচ তো বেশি পড়ে বা কিছু কিছু ঔষধ এ বেশি পড়ে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কতগুলি ঔষধ কিনছিলেন আপনে ? একবার তো কিনছেন ২০০ টাকা। সেই সাথে করে নিয়ে আসছিল। আর কোন বার কি তক্তারচালা বা বাঁশতৈল গেছিলেন?

উত্তরদাতা: তক্তারচালা গেছিলাম আমি একবার। ঘটনা হলো আমার ওডা আর এক গরুর পেটে সমস্যা ছিল।

প্রশ্নর্কতা: হু ?

উত্তরদাতা: ঐ পেটে সমস্যা জন্য ইনজেকশন করছি। পরে আর একটি ভিটামিন কি জানি। বললো যে, এটা আইনা খাওয়াই দাও। খাওয়ানের পরে ঐ অসুখটা ভাল হইছে।

প্রশ্নর্কতা: ইনজেকশন তো একবারই দিছে ? আর ভিটামিন ঐটা কত দিন খাওয়াইছিলেন ?

উত্তরদাতা: ঐডা একদিনই খাওয়াইছি। আইনা এক প্যাকেট। কয় আইনা পুরাটায় গুইলা খাওয়াইতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর ঐ যে ইয়ে দাদা, যেটা বলছিলেন গোটা, গোটার ঔষধ দিছিলেন ওটা কয় দিনের জন্য খাওয়াছিলেন ?

উত্তরদাতা: ঐটা ইনজেকশন দিয়েছিল। একবারই দিয়েছিল।

প্রশ্নর্কতা: আর এমনে কোন টেবলেট দেয় নাই ?

উত্তরদাতা: না। আর কোন টেবলেট দেয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: ইনজেকশন দিছিল। আচ্ছা। মানে ঐঔষধগুলা, ইনজেকশন প্লাস ভিটামিন বা যা দিছিল, ও গুলা খায়ে গরু কি সুস্থ হয়ে গেছিল ?

উত্তরদাতা: হে সুস্থ হইছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে গরুকে যখন ইনজেকশন দিছিল, তখন গরু কি রকম করছিল ? কি হইছির গরুর ?

উত্তরদাতা: ইনজেকশন দিছিল ওটার গোটা উঠছিল। আর যেটার পেট খারাপ হইছিল। ঐটার পেট ফুলে গেছিল। তো পায়খানা প্রসাব করে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: পরে ইনজেকশন দেয়ার পরে, পরে কিছু প্রসাব করেছে। আবার ঐ যেটা ভিটামিন পাউডার দিয়ে গেছে, ঐটা আইনে খাওয়াইছি। খাওয়ানের পরে পরের দিন থেকে সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: এই ভিটামিনটা মানে কতদিন খাওয়াইছেন দাদা ?

উত্তরদাতা: ঐ ভিটামিনটা আমি আইনা একবারই খাওয়াইছি। এক প্যাকেট। একবারই।

প্রশ্নর্কতা: ও মানে বেশি দিন খাওয়াইতে হয় নাই। একবারই। কেমন দাম ?

উত্তরদাতা: বলেছি আমি এইডা এক ডোস খাওয়াইলেই এইডা শেষ হবে।

প্রশ্নর্কতা: দাম কেমন এগুলার ?

উত্তরদাতা: দাম নিছিল ২৫০ টাকা নিছে।

প্রশ্নর্কতা: ২৫০ টাকা। অনেক দাম। মানি মানুষের চেয়ে ও--

উত্তরদাতা: মানুষের চেয়ে বেশি দাম গরুর।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে তো চিকিৎসায় তো অনেক খরচ ?

উত্তরদাতা: হা। গরুর চিকিৎসায় তো খরচ বেশি।

প্রশ্নর্কতা: হা। আমার জানা ছিল না। জানতে পারলাম একটা নুতন বিষয়। তো যেটা হচ্ছে দাদা, মানে এই যে গবাদি পশুর যে বিভিন্ন সময় যে অসুখ বিসুখ হচ্ছে বললেন গোটা উঠছে বা পেট ফেপে গেছে বা পাতলা পায়খানা হইছিল--

উত্তরদাতা: ভিটামিন দেয়াটা একবারই খাওয়াইছি। ঐইডা ২৫০ টাকার সিরাপ। সিরাপ কি। এইডা প্যাকেটে ছিল আরকি। ঐইডা গুলায়ে খাওয়াইতে হয়। আর ইনজেকশন করছিল ২টা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ঐ একদিনই ইনজেকশন করছিল ২টা। পরে ইনজেকশন করার পরে সুস্থ হইছিল। ইনজেকশন এর খরচ গেছে সাড়ে তিনশত টাকা (৩৫০ টাকা)।

প্রশ্নর্কতা: ওরে বাবা অনেক টাকা। ২টা ইনজেকশন এর টাকা। অনেক টাকা। অনেক টাকা। তো এখন এ রকম বার বার যে গরু এ রকম অসুস্থ হচ্ছে দাদা, এ গুলার জন্য কোন ঔষধ খাওয়াইছেন অল্প কিছু খাওয়ায়ে কিছু রাখছেন। এ কিভাবে খাওয়ান মানে ? ঔষধ যখন ডাক্তাররা দেয় গরুর চিকিৎসার গরুর ডাক্তার তখন কি সব ঔষধই খাওয়াছিলেন ? নাকি কিছু রেখে দিছিলেন ?

উত্তরদাতা: না। সব ঔষধই খাওয়াইছি বা খাওয়াইতে কালে দেখা যায় যে, নড়াচড়ার কারনে কিছু পড়ে যায়। সে হিসাবে। যে গুলা পড়ে যায় সেগুলাতো পড়েই যায়। এগুলাতো আর খাওয়ানো যায় না। যেগুলা যতটুক সম্ভব খাওয়াইছি। ঐ একবারই খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। কিছু ঔষধ কি মানে ঘরে আছে ? যে খাওয়াইতে পারেন নাই বা ঘরে রয়ে গেছে ?

উত্তরদাতা: না এ রকম ঔষধ নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে যখন এ রকম গরু গুলা অসুস্থ হইছিল; মানে এ রকম এন্টিবায়োটিকের দরকার হইছিল, প্রয়োজন পড়ছিল, তখন আপনি কি করছিলেন ? কোথায় গেছিলেন ? একটাতো বললেন যে----

উত্তরদাতা: ঐ তক্তারচালায় গেছিলাম। ঐটাই মনে হয় এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো তক্তারচালা থেকে ঔষধ এনে আপনি এ গুলা খাওয়াইছিলেন না ? খাওয়ানোর কি পরে আপনার কি মনে হয়; এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পরে গরু গুলার কোন ক্ষতি বা সমস্যা হইছিল ?

উত্তরদাতা: খাওয়ানোর পরে কোন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: কাজ করছে ঔষধে?

উত্তরদাতা: ঔষধে কাজ করছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। কেমনে বুঝছেন দাদা ঔষধে কাজ হচ্ছে ?

(৬০ মিনিটি ১৮ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: ঔষধে কাজ হচ্ছে বুঝলাম যে গরুর পেট ফেপে গেছে। পরে ফুলে গেছে। তখন ইনজেকশন দেয়া বা ঔষধ খাওয়ানের পরে বললো যে উনারে খেতে দিবে না। তার মানে ১২ খেতে দিবে না। হে ১২ ঘন্টা খেতে দিবে না। পরে খেতে দিয় নাই। পরে

দেখা গেছে যে কিছু কিছু ভুষি এনে দিয়েছি; পরে খেড়। পরে দেখা গেছে যে কিছু কিছু খায়। কিছু কিছু খাওয়ার পর থেকে প্রস্রাব, পায়খানা সব ক্লিয়ার হয়েছে। পেট ও নিচা হয়েছে। তারপরে বুঝলাম যে এটা সুস্থ হয়েছে। তারপরে থেকে আর কোন ইয়া হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: যাক অনেক ভাল হইছে। আচ্ছা। তো দাদা এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটা কি বুঝেন দাদা ? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স শুনছেন এটা ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক শুনছি কিন্তু বুঝি না যে কোনটা এন্টিবায়োটিক বা সাধারন ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: রেজিসটেন্স বলতে ধরেন একটা ঔষধ খাচ্ছে, কিন্তু ভাল হচ্ছে না। এ রকম কোন ইয়া কি ?

উত্তরদাতা: এ রকম কোন ঔষধ আমাকে দেয় নাই। ভাল হচ্ছে না এ রকম কোন ঔষধ দেয় নাই। আর যতগুলোই দিয়েছে, বেশিরভাগ আমাদের এলাকায় থাকে। আমাদের বাড়ি এ এলাকায়। যে গুলা ভাল হয, সে গুলাই দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে কোন সমস্যা হইলে যদি এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স তৈরী হয়; মানে কোন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটা কি শুনছেন ? আমরা বলি না ঔষধ খাচ্ছে, কিন্তু ভাল হচেছ না। এ রকম কি কোন সময় হইছে আপনার পরিবারে ?

উত্তরদাতা: না। এ রকম হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন, যে ঔষধ খাওয়ার পরে ভাল হচ্ছে না। এ রকম ?

উত্তরদাতা: ও ভাল হচ্ছে না। এটাতো সাধারন ঔষধ আমরা যেটা মানুষের কারনেই সেগুলাই দেখা যায়। আর যেগুলা দেখা গেছে যে, দেয় অল্প টাইমে হয় না। দীর্ঘমেয়াদী খেতে হয। সেগুলি দীর্ঘমেয়াদী খেলে পরে সুস্থ হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাচিছ দাদা ধরেন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স। ধরেন একটা ঔষধ খাচেছ। কিন্তু আপনার বাচ্চা বা গরু ভাল হচ্ছে না বা আপনি যেটা পাতলা পায়খানা ভাল হচ্ছেন না। হে। তো আসলে এইটা বলতে কি বুঝেন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স ?

উত্তরদাতা: এটা বলতে বুঝি না। তবে যে গুলাই সুস্থ হয় বা ভাল হয় সে গুলার মধ্যে উনারা দেয় যে। বলে না এন্টিবায়োটিক বা কিছু কিছু সময় বলে যে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন উনারা আইসা যে হিসাবে দেয় ঐ হিসাবে খেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: হু। ধরেন কার ও একটা ঔষধ বার বার খাচ্ছেন দাদা; কিন্ত ঔষধ পাওয়ারের ঔষধ এ রকম ডাক্তার দিচ্ছে। খাচ্ছেন কিন্তু আপনি সুস্থ হচ্ছেন না। আপনি কিছুদিন ভাল থাকতেছেন। আবার অসুখটা হচ্ছে। আবার অসুখটা হচ্ছে। যেটা আপনি একটু আগে বলতেছিলেন। এটা যদি না হয়। বার বার এ রকম একটা অসুখ যাতে না হয়। এ জন্য কি করতে পারি আমরা ? কি করা যায় দাদা ?

উত্তরদাতা: এ গুলো যেন হয়ত যে কোন কোম্পানী বা কোন মেডিকেল অফিসাররা যদি তৈরী করে বা রিসার্চ করে সে হিসাবে তাইলে ভাল হবে।

প্রশ্নর্কতা: এটা একটা ভাল হবে। না। আর একটা হচেছ, আমরা সাধারন মানুষ; আপনারা যারা আমরা যারা আছি। ধরেন, এই য়ে ঔষধ আনতেছেন। কিছুদিন আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে খাওয়াইলেন ভাল হয় গেছি। আমি গরীব মানুষ। আমি আর ঐ ঔষধ খাচ্ছি না বা কিনতে বলতেছে ডাক্তার ? আমি আর কিনি নাই। সাত দিনের দিছে। তিন দিন খেয়ে ভাল হয়ে গেছি। খাই নাই।

পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে, অসুখ আমার আবার হইতেছে। তখন আমি আবার ঔষধ এনে খাচ্ছি। এ যে বার বার এই যে অসুখটা যাতে না হয়। এই যে একবার হইছে, অল্প কয়দিন খাইলেন না। আবার হচ্ছে। আবার হচেছ। এটা থেকে ভাল হওয়ার জন্য, বাঁচার জন্য কি করা যায় ?

উত্তরদাতা: এগুলো থেকে ভাল হওয়ার জন্য ভাল ঔষধ বা পরীক্ষা করতে হবে তাহলে ।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি পরীক্ষা করতে হবে ?

উত্তরদাতা: স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে কোন সমস্যা আছে কিনা ? আর কি হতে পারে ?

উত্তরদাতা: ঔষধের কারনে বা কোন কিছুর কারনে হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: জ্বি।

উত্তরদাতা: ততটা বুঝি না। যাই হোক। কোন ঔষধের কারনে ও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

(১ ঘন্টা ৫ মিনিট ৪ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আর ঔষধের যে কোর্স কমপ্লিট না করা ?

উত্তরদাতা: কোর্স কমপ্লিট না করার কারনে ও হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন কারনে হইতে পারে দাদা ?

উত্তরদাতা: আর কোন কারনের মধ্যে হইতো আমরা গ্রামে থাকি। পরিস্কার থাকি না বা নোংরা অবস্থায় থাকি। এতে জীবানু থাকে। জীবানু থেকে ও হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। জীবানু থেকে ও হইতে পারে। এটা যাতে বার বার না হয় এ জন্য আমরা কি করতে পারি ?

উত্তরদাতা: এ গুলার জন্য আমাদের সতেচন থাকতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি করা যেতে পারে ? সচেতন বলতে দাদা কি বুঝাচ্ছেন ?

উত্তরদাতা: সচেতন বলতে যা বুঝি বা পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। কার পরামর্শ ?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে। ভাল ডাক্তারের কাছে বা রেজিস্ট্রেশন ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। উ--। তো দাদা আপনিতো অসুস্থ গতডা:১৬ রাত থেকে। আপনি বলতেছেন আপনার পাতলা পায়খানা হচ্ছে এবং আপনার মেয়ে দেড় বছরের যে বাচ্চা সে ও অসুস্থ। আমরা দোয়া করি সে সুস্থ হয়ে যাক তাড়াতাড়ি। তো আমার এ আলোচনার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমি আগামী দুই সপ্তাহ পরে আপনার বাসায় আর একবার আসবো। মানে হচ্ছে একটু দেখার জন্য। আপনি যে অসুস্থ এবং আপনার বাচ্চার কি অবস্থা। আজকে যেহেতু আমি অসুস্থ দেখে গেলাম। আগামী আশা করতেছি দুই সপ্তাহ পরে এসে আর একবার দেখে যাব। তো আপনার অনেক সময় আমাকে দিলেন। আপনার সার্বিক,

পরিবারের সকলের সু-স্বাস্থ্য আমি কামনা করি। আপনার স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি ভাল হোক এবং আপনার বাচ্চার সুস্থ হোক আশা করি। তো ভাল থাকবেন। দোয়া করবেন আমার জন্য দাদা।

উত্তরদাতা: আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা: ভাল থাকেন। নমস্কার।

উত্তরদাতা: আপনি ও ভাল থাকেন। নমস্কার।

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: আসসালামুলাইকুম

উত্তরদাতা: আসসালামুলাইকুম।

(১ ঘন্টা ৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------